TEACHERS TIME®

ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট

তাহমিনা রহমান

আনন্দময় ও ইফেকটিভ ক্লাসরুম তৈরির কৌশল

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা

১.১ ক্লাস ম্যানেজমেন্ট ১

১.২ ক্লাস ম্যানেজমেন্টের উপাদানসমূহ ৪

অধ্যায় ২: শিক্ষার্থী

২.১ শিক্ষার্থী ৬

২.২ লার্নিং থিওরি ৭

২.২.১ VAK থিওরি ৭

২.২.২ ভাইগটস্কি থিওরি ১১

২.২.৩ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স ১৫

২.৩ শিক্ষকের করণীয় ২৪

২.৪ অধ্যায় সারসংক্ষেপ ২৬

অধ্যায় ৩: শিক্ষক

৩.১ শিক্ষক ২৭

৩.২ শিক্ষক নাকি লিডার ২৯

৩.৩ আদর্শ শিক্ষকের প্রতিচ্ছবি ৩১

৩.৪ গবেষণায় শিক্ষকতা/ শিক্ষক যখন গবেষক ৪৬

৩.৫ অধ্যায় সারসংক্ষেপ ৫১

অধ্যায় ৪: শ্রেণীকক্ষ

৪.১ ক্লাসরুম ৫২

৪.২ ক্লাসরুম লেআউট ৫৩

৪.৩ ক্লাসরুমের পরিবেশ ৫৭

৪.৪ অধ্যায় সারসংক্ষেপ ৬২

অধ্যায় ৫: শিক্ষামূলক হস্তক্ষেপ

৫.১ টিচারস ইন্টারভেনশন বা শিক্ষামূলক হস্তক্ষেপ ৬৩
৫.২ অধ্যায় সারসংক্ষেপ ৭৪
অধ্যায় ৬: পারস্পারিক যোগাযোগ বৃদ্ধি
৬.১ ফ্যাসিলিটেটিং ইন্টারেকশন বা সক্রিয় অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ বৃদ্ধি/পারস্পারিক যোগাযোগ ৭৫
৬.২ শিক্ষক-শিক্ষার্থী ইন্টার‍্যাকশন ৭৬
৬.৩ শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক বা দলগত ভাব বিনিময় ৮৮
৬.৪ অধ্যায় সারসংক্ষেপ ৯৪
অধ্যায় ৭: আচরণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল
৭.১ ক্লাসের কাঙ্ক্ষিত আচরণ ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত ৯৬
৭.২ অধ্যায় সারসংক্ষেপ ১০৫
অধ্যায় ৮: ক্লাস পরিচালনা
৮.১ ডেল এর লার্নিং পিরামিড ১০৬
৮.২ পাঠ পরিকল্পনা/লেসন প্ল্যান ১০৮
৮.২.১ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারণ করা ১০৯
৮.২.২ বিষয় নিয়ে তথ্য সংগ্রহ ১১১
৮.২.৩ শেখানোর পদ্ধতি নির্বাচন ১১৩
৮.২.৪ পাঠ পরিকল্পনার ধরণ নির্বাচন ১১৫
৮.২.৫ পাঠ সাজানো ১১৭
৮.২.৬ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বাছাই করা ১১৯
৮.২.৭ পাঠের শুরু ও শেষ প্রস্তুত করা ১২৩
৮.২.৮ চূড়ান্ত রূপরেখা বা আউটলাইন তৈরি করা ১৩২
৮.৩ অধ্যায় সারসংক্ষেপ ১৩৪
অধ্যায় ৯: উপসংহার ১৩৫

লেখকের কথা

শিক্ষকতা কোনো সাধারণ পেশা নয়, এটি একটি শিল্প। কিন্তু আমাদের প্রচলিত ব্যবস্থায় অনেক সময়ই আমরা এই শিল্পটাকে কেবল পাঠ্যবইয়ের অধ্যায় শেষ করা আর পরীক্ষার খাতায় নম্বর দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলি। আমি যখন শিক্ষকতা জীবন শুরু করি, তখন থেকেই আমার মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেত—কীভাবে একজন শিক্ষক ক্লাসরুমকে শুধুমাত্র একটা চার দেয়ালের ঘর থেকে বের করে এনে আনন্দের এক বিশাল দুনিয়া বানাতে পারেন? এই প্রশ্ন থেকেই এই বইটির জন্ম।

আমাদের দেশের শিক্ষকদের একটা বড় অভিযোগ হলো রিসোর্সের অভাব। আমরা প্রায়ই বিদেশের উন্নত ক্লাসরুমের ছবি দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি হলো আমাদের প্রকৃতি।

ইউরোপ-আমেরিকার মতো দেশে যেখানে বছরের অনেকটা সময় বরফের নিচে সব ঢাকা থাকে, সেখানে টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল মানেই হলো বাজার থেকে কেনা সব প্লাস্টিক, কাঠের জিনিস। আর আমাদের দেশে? আমাদের চারপাশে আছে গাছ, মাটি, পানি আর পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। একজন শিক্ষক যদি কেবল একটু 'আগ্রহী' হন, তবে এই সাধারণ জিনিসগুলো দিয়েই তিনি অসাধারণ সব পাঠ তৈরি করতে পারেন।

এই বইটি আমি লিখেছি সেইসব শিক্ষকদের জন্য, যাঁরা নিজেদের একজন দক্ষ ও এম্প্যাথিক বা দরদী শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলতে চান। এখানে আমি কোনো তাত্ত্বিক কথা বলে পাতা ভরাতে চাইনি, বরং একদম প্র্যাকটিক্যাল কিছু সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছি। একটা লেসন প্ল্যান কীভাবে আপনার ক্লাসের সময়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কীভাবে ছোট একটা উপকরণ দিয়ে সবার মনোযোগ কেড়ে নেওয়া যায়, আর কীভাবে ক্লাস শেষে বুঝতে পারা যায় যে শিক্ষার্থীরা আসলেই শিখল কি না—এই প্রতিটি বিষয় আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরেছি।

আমি বিশ্বাস করি, একজন ভালো শিক্ষকের সবচেয়ে বড় গুণ হলো 'ইম্প্যাথি' বা সহমর্মিতা। ক্লাসের পেছনের বেঞ্চে বসে থাকা লাজুক ছেলেটি কিংবা পড়া বুঝতে না পেরে মাথা নিচু করে থাকা মেয়েটির মনের ভাষা যখন আপনি পড়তে পারবেন, তখনই আপনি প্রকৃত শিক্ষক। আপনার সৃজনশীলতা আর আপনার মমতা যখন একসাথে মিশবে, তখন আপনার ক্লাসরুম হয়ে উঠবে এক প্রাণের মেলা।

এই বইটির মাধ্যমে যদি একজন শিক্ষকও অনুপ্রাণিত হয়ে ক্লাসে নতুন কিছু করার উদ্যোগ নেন, তবেই আমার সব পরিশ্রম সার্থক হবে। মনে রাখবেন, আপনি কেবল একজন শিক্ষক নন, আপনি একেকটি অপার সম্ভাবনার নির্মাতা। আপনার হাতেই তৈরি হচ্ছে আমাদের আগামীর কারিগর।

বইটি লিখতে গিয়ে যাঁদের উৎসাহ আর ভালোবাসা পেয়েছি, তাঁদের সবার প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা। আর প্রিয় পাঠকদের প্রতি আমার অনুরোধ, বইটি কেবল পড়বেন না, এর ছোট ছোট টিপসগুলো একবার হলেও আপনার ক্লাসে প্রয়োগ করে দেখবেন। আশা করি, সেই ছোট্ট পরিবর্তনটাই একদিন বিশাল কোনো প্রাপ্তি হয়ে ফিরবে।

১.২ ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্টের উপাদানসমূহ

ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্টে শিশুদের নিয়ম-কানুন মানানো যেমন একটা অংশ, ঠিক তেমনই শিশুর বয়স অনুযায়ী লেসন প্ল্যান (Lesson Plan) তৈরি করাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান। মনে রাখবেন, একটা ক্লাসকে আমরা তখনই 'ভালো ও ম্যানেজড' বলব, যখন আমাদের আসল উদ্দেশ্য সফল হবে। আর আমাদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু শুধু এটা নয় যে, সবাই রোবটের মতো নিয়ম মেনে ক্লাসে চলাফেরা করল। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীকে শেখানো। তাই ক্লাসে পড়াশোনার সেই উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হলে আমাদের ক্লাসরুম, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং পাঠ এই প্রতিটি উপাদান নিয়েই ভাবতে হবে এবং গুছিয়ে কাজ করতে হবে।

একটি ভালোভাবে ম্যানেজ করা ক্লাসরুম আসলে এমন একটা ব্যবস্থার মতো, যেখানে সবকিছু একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। ক্লাসরুমটা কেমন সাজানো, আপনি কীভাবে পড়াচ্ছেন, আর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন এই সবকিছু মিলেমিশে কাজ করলেই কেবল ভালো পড়াশোনা হয়। কার্যকর বা ভালো টিচিং মানেই হলো ক্লাসে এমন একটা চমৎকার ভারসাম্য তৈরি করা, যেখানে শেখানো, শেখা আর একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে সবকিছু একতালে চলে। আর এভাবেই সবার জন্য এমন একটা হাসিখুশি, আন্তরিক পরিবেশ গড়ে ওঠে, যেখানে সবাই নিজেকে আপন মনে করে এবং শিখতে উৎসাহ পায়।

চলুন জেনে নিই তাহলে, ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট বা শ্রেণি ব্যাবস্থাপনার উপাদানগুলো সম্পর্কে যার সুবিন্যস্ত সম্পর্ক উপরের পরিবেশ পেতে সাহায্য করে:

১। **শিক্ষার্থী** (Learner)
২। **শিক্ষক** (Teacher)
৩। **শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ** (Classroom Environment)
৪। **শিক্ষামূলক হস্তক্ষেপ** (Teacher Intervention)

৫। পারস্পারিক যোগাযোগ (Facilitating Interaction)

৬। আচরণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল (Behavioral Management)

৭। ক্লাস পরিচালনা (Class Management)

অধ্যায় সারসংক্ষেপ

সহজ কথায়, ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট মানে কেবল শিক্ষার্থীদের চুপ করানো নয়, বরং পুরো ক্লাসকে একটি স্মার্ট ও গোছানো পদ্ধতিতে পরিচালনা করা। এর আসল সার্থকতা হলো শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং পাঠ পরিকল্পনার মাঝে একটি চমৎকার সমন্বয় তৈরি করা। একজন শিক্ষক যখন বিশৃঙ্খলা সামলাতে কম সময় ব্যয় করে পাঠদানে বেশি সময় দিতে পারেন, তখনই বুঝতে হবে তার ম্যানেজমেন্ট সফল।

এই পুরো প্রক্রিয়াটি মূলত চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে: ক্লাসে পড়ার জন্য একটি নিবিড় পরিবেশ (Focus Zone) তৈরি করা, অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট না করা, শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও আন্তরিক জায়গা নিশ্চিত করা এবং সরাসরি শাসনের বদলে তাদের মধ্যে নিজস্ব দায়িত্ববোধ (Self-Discipline) জাগিয়ে তোলা।

২.৩ শিক্ষক হিসেবে আমাদের আসলে করণীয় কী?

এতসব থিওরি পড়ে মনে হতে পারে, আমার ক্লাসে ৫০ জন শিক্ষার্থী! কিভাবে তাদের প্রতিজনের আগ্রহ, শেখার ধরণ চিন্তা করে ক্লাস পরিচালনা করবো? এটি কি সম্ভব ৫০ জনকে ৫০ রকম করে পড়ানো? আপনাকে মোটেও ৫০ রকম করে পড়াতে হবে না! শিক্ষক হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার পড়ানোর পদ্ধতিতে একটু বৈচিত্র্য আনা। নিচে কিছু সহজ উপায় দেওয়া হলো:

১. পড়ানোর স্টাইলে ভিন্নতা আনুন (Mix your Methods):

প্রতিটি পাঠ বা লেসন এমনভাবে সাজান যাতে সেখানে সবার জন্য কিছু থাকে। ধরুন আপনি 'পরিবেশ দূষণ' পড়াচ্ছেন।

- যারা ভিজ্যুয়াল, পরিষ্কার বন বনাম দূষিত শহরের পোস্টার/চার্ট দেখান।
- যারা অডিটরি, দূষণ নিয়ে ছোট গল্প বা সাউন্ড ক্লিপ (গাড়ির হর্ন vs পাখির ডাক) শোনান।
- যারা কাইনেসথেটিক, ক্লাসরুম পরিষ্কার করার কাজ বা ১ মিনিটের মিনি রোলপ্লে করান (পরিবেশ রক্ষা বনাম দূষণ)।

২. মূল্যায়নের ধরণ বদলে ফেলুন:

সব শিশুর মেধা কি শুধু পরীক্ষার খাতায় লিখে যাচাই করা সম্ভব? একদমই না। মাঝেমধ্যে প্রথাগত লিখিত পরীক্ষার বাইরেও ওদের মূল্যায়ন করুন। কাউকে কোনো টপিকের ওপর ছবি আঁকতে দিন, কাউকে অভিনয় করে দেখাতে বলুন, আবার কাউকে ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে উৎসাহিত করুন। এতে যে শিশুটি লিখতে ভয় পায়, সে হয়তো তার অন্য কোনো প্রতিভা দিয়ে আপনাকে অবাক করে দেবে।

৩. লেবেলিং বা আলাদা করে ফেলা বন্ধ করুন:

আমরা অনেক সময় কোনো শিশুকে ‘গাধা’ বা ‘অমনোযোগী’ বলে আলাদা করে ফেলি। কিন্তু গার্ডনারের থিওরি আমাদের শেখায় যে, ও হয়তো আপনার সাবজেক্টে দুর্বল কিন্তু অন্য কিছুতে সে জিনিয়াস। শিক্ষক হিসেবে আমাদের কাজ হলো শিশুটির ‘দুর্বলতা’ নিয়ে পড়ে না থেকে তার ‘সবল’ জায়গাটা খুঁজে বের করা এবং সেটাকে প্রশংসা করা। আপনার একটুখানি উৎসাহ ওর পুরো জীবন বদলে দিতে পারে।

৪. ‘স্মার্ট’ অনেকভাবেই হতে পারে তা শিক্ষার্থীদেরও বলুন:

শিশুদেরদের বোঝান যে শুধু ক্লাসে ফার্স্ট হওয়াই স্মার্টনেস নয়। যে ভালো গান গায় সে ‘মিউজিক স্মার্ট’, যে ভালো খেলে সে ‘বডি স্মার্ট’, আবার যে সবার সাথে চলে সে ‘পিপল স্মার্ট’। যখন শিশুরা জানবে যে, তাদের সবার মধ্যেই কোনো না কোনো বিশেষ বুদ্ধি আছে, তখন তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে বহুগুণ।

৫. দলগত কাজে ভিন্নতা আনুন:

যখন গ্রুপ ওয়ার্ক দেবেন, তখন চেষ্টা করুন এককে গ্রুপের এককে কাজ দিতে। এক গ্রুপ হয়তো রিপোর্ট লিখবে (ভাষাগত), এক গ্রুপ পোস্টার বানাবে (স্থানিক), আর অন্য গ্রুপ হয়তো সেটা উপস্থাপন করবে (সামাজিক)। এভাবে প্রতিটি শিশু তার নিজের শক্তিশালী জায়গাটি ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।

পরিশেষে বলতে চাই, আপনার ক্লাসের প্রতিটি শিক্ষার্থীই এক একটি ভিন্ন রকমের গাছ। আপনি যদি শুধু একইভাবে পানি দেন, তবে সব গাছ সমানভাবে বাড়বেনা। তাই মালী হিসেবে আপনাকে বুঝতে হবে, কোন গাছের জন্য কতটা রোদ আর কেমন যত্ন প্রয়োজন। আপনার এই ছোট ছোট প্রচেষ্টাগুলোই একদিন আপনার শিক্ষার্থীদের বড় বড় ক্যারিয়ারের দিকে নিয়ে যাবে।

২.৪ অধ্যায় সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে মূলত দেখানো হয়েছে যে, শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থী আলাদা; তাদের শেখার ধরণ, আগ্রহ ও বুদ্ধিমত্তার ধরন এক নয়। তাই কার্যকর ক্লাস ম্যানেজমেন্ট কেবল শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয় নয়—এটি শিক্ষার্থীর শেখার প্রক্রিয়া বোঝা এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষণ কৌশল সাজানোর একটি সচেতন প্রচেষ্টা।

প্রথমে শেখার ধরণ বোঝাতে **VAK থিওরি** আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে—কেউ দেখে (Visual), কেউ শুনে (Auditory), আবার কেউ করে (Kinesthetic) শিখতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। একজন শিক্ষক যদি পাঠ পরিকল্পনায় এই তিনটি পদ্ধতির সমন্বয় রাখেন, তবে শ্রেণিকক্ষের সব শিক্ষার্থী শেখার সুযোগ পায় এবং ক্লাসে অংশগ্রহণ বাড়ে।

এরপর সামাজিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে রুশ মনোবিজ্ঞানী Lev Vygotsky–এর তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর Zone of Proximal Development (ZPD), More Knowledgeable Other (MKO) এবং Scaffolding ধারণার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে—শিক্ষার্থী একা নয়, বরং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শেখে। শিক্ষক বা সহপাঠীর সাময়িক সহায়তা শিক্ষার্থীকে ধীরে ধীরে স্বনির্ভর করে তোলে। অর্থাৎ শেখা একটি সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়া।

পরে Howard Gardner–এর Multiple Intelligences তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে বুদ্ধিমত্তা একমাত্র ভাষা বা গণিত দিয়ে মাপা যায় না; বরং ভাষাগত, যুক্তিগত–গাণিতিক, দৃশ্য–স্থানিক, শারীরিক–কায়িক, সংগীত, সামাজিক, আত্ম–উপলব্ধিমূলক ও প্রকৃতিবোধ—এই আট ধরনের বুদ্ধিমত্তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীর শক্তির জায়গা চিহ্নিত করে সেটিকে বিকশিত করাই মূল লক্ষ্য।

এই অধ্যায়টি শেখাবে, একজন দক্ষ শিক্ষক সেই ব্যক্তি, যিনি শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যকে বোঝেন, সম্মান করেন এবং বিভিন্ন শিক্ষণ তত্ত্বের সমন্বয়ের মাধ্যমে এমন একটি শ্রেণিকক্ষ গড়ে তোলেন যেখানে প্রতিটি শিশু নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, আত্মবিশ্বাস অর্জন করে এবং অর্থবহ শিক্ষণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়।